মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	**০২**	**০৩**	**০৪**	**০৫**	**০৬**	**০৭**	**০৮**
০১।	৫১টি	৫৪টি	২৭টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২৭)	১২টি (ক্রমিক নং-২৮ হতে ৩৯)	৪টি (ক্রমিক নং- ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৮)	১১টি (ক্রমিক নং- ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৫১টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৫৪টি

এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ মে ২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের ক্রমিক নং ৫৪-৬৩ এ উল্লেখ রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

তারিখঃ ডিসেম্বর ২০১৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (সমাপ্ত প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	০৩/০৫/২০০৯				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটি "নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক ব্লক প্রকল্পের আওতায় ৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৯৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্পটি জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২।	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তাব্যারেজ এর ভাটিতে ০৩ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
৩।	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ। তারিখঃ ২০-০৯-২০১২	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২ কিঃমিঃ ৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। *এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ" প্রকল্পের আওতায় ১৫০ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন, ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, ৯ কিঃমিঃ ২৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে।*
৪।	''জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা'' (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** উল্লেখ্য যে, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলা শহরকে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ (বাঁধের দৈর্ঘ্য) সহ ৫ কিঃমিঃ ৬৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ১৬টি রেগুলেটর/স্লুইচ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।
		৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ৪৮৯.৪৯	প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে।	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** "যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে রক্ষাকল্পে ৪৮৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।
৫।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা অস্থায়ীভাবে জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের জন্য ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে রাজস্ব খাত হতে ৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয়ে

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/২০১০)					১১৩ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসণের জন্য ১৮/০৯/২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিএনডি এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কার্যক্রম ২০১৫ সালের মধ্যে ঢাকা ওয়াসার নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়।
		৩০/০৬/২০২০	৫৫৮.০০ কোটি			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.৪৮%** **আর্থিক অগ্রগতি ২৫৮.৩৯ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৩৬২৫.০০ লক্ষ টাকা** পরবর্তিতে ২১/০১/২০১৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ডিএনডি প্রকল্প হস্তান্তরের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিএনডি সেচ প্রকল্পের ঢাকা জেলাধীন অংশের দায়িত্ব ঢাকা (দক্ষিণ) সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন অংশের দায়িত্ব নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়েও কোনরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় গত ২২/০২/২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৩য় দফায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থায়ীভাবে ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে আলোকে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে Drainage improvement of Dhaka, Narayangonj, Demra (DND) Project (Phase-2) শীর্ষক প্রকল্পের ৫৫৮ কোটি টাকার ডিপিপি গত ০৯/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। **বিগত ২১/০৯/২০১৭ তারিখে বাপাউবো এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে Delegated Method এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।** প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে।
৬।	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	৩০/০৬/২০১৩	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৭৪			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবো'র বাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছাসে ভেঙ্গে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরি কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাঙ্গা বাঁধ মেরামত/বন্ধ করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য Climate Change Trust Fund এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প প্রস্তাব ২২/০১/২০১৩ তারিখে পাওয়া যায়। উক্ত কাজের অগ্রগতি ৮৫%। তবে ২১/০৫/২০১৬ তারিখে ঘুর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে বাস্তবায়িত কাজের প্রায় ৩০% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
		৩০/০৬/২০১৯				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.০০% আর্থিক অগ্রগতি-০.০০ টাকা, বরাদ্দ-০.০০ টাকা** দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ২য় পযায়ে "চট্টগ্রাম জেলায় সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা কাজ" শীর্ষক প্রকল্পের ১৯৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি ০৮/০৫/২০১৬ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের প্রজ্ঞাপনের আলোকে ড্রেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে গত ০৮/০৯/২০১৬ তারিখে ২১৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকার ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৬/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৭.৮৬ কোটি টাকার ডিপিপি ২৯/০৫/২০১৭ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। **গত ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।**
৭।	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৫১			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ১ কিঃমিঃ ২৬৬ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আরোও ৪ কিঃমিঃ ৭৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন মর্মে মাঠ পর্যায় হতে জানা গেছে। যার জন্য অতিরিক্ত ৭১ কোটি ২৪ লাখ টাকা প্রয়োজন হবে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এই কাজের জন্য অনুন্নয়ন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						রাজস্ব খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে যা দ্বারা ৫৮০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ সীমান্ত নদী প্রকল্পের Joint River Commission তালিকার ক্রমিক নং-৪২/২০১৫-১৬, ৪৩/২০১৫-১৬, ৬৬/২০১৫-১৬, ১৫/২০১৬-১৭ এবং ৩১/২০১৬-১৭ ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উল্লেখিত ডিপিপি ***গত ১২/০৭/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।***
৮।	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** ''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২.৮৬৩ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)'' এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৯।	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/২০১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিঃমিঃ ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।
১০।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা । (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৪				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ''ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ২৭/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পযর্ন্ত ২০ কিলোমিটার ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিলোমিটারসহ মোট ২২ কিলোমিটার যমুনা নদীর ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজও সম্পন্ন হয়েছে। ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং ড্রেজড স্পয়েল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে।
১১।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১২/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।
১২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষে ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						উল্লেখ্য যে, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বর্ণিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ জুন/২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।
১৩।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৮				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য ''খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প'' শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল খনন, ২.০০ কিঃমিঃ নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইস নির্মাণ, ১টি লং বুম ক্রয় ইত্যাদি কাজ জুন/২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
						বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৬.৫০% **আর্থিক অগ্রগতি ১৫০৬৪.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৭০০০ লক্ষ টাকা** আলোচ্য কাজটি টেকসই করার লক্ষ্যে বর্ণিত বিলসমূহের জলাবদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নিরসনের লক্ষ্যে "খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শিরোনামে ২৮১৯০.১৬ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি গত ২৯/১০/২০১৩ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১৩ইং হতে জুন/২০১৮ইং। প্রকল্পের আওতায় ২৯ কিঃমিঃ ১৫০ মিটার চিত্রা নদী পুনঃখনন, ৭৮০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ২টি খাল পুনঃখনন, ১টি ড্রেনেজ স্লুইস মেরামত এবং মসুনদিয়া ও কোদলা বিলে টিআরএম অপারেশনের জন্য পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আঠারবাকী নদী পুনঃখনন, স্লুইস নির্মাণ, নিষ্কাশন, খাল পুনঃখনন ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। **আলোচ্য প্রকল্পের কাজ বৃদ্ধির কারণে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।**
১৪।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/২০১১)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে ''চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ'' প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৫।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/২০১০)	২৮/০২/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীতকরণ'' প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া যায়।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						ফলশ্রুতিতে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ০.৫০ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৬।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৪				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার ''চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ (বাস্তবায়নকাল জুন/২০১২ হতে জুন/২০১৪; প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৯ কোটি টাকা)'' শীর্ষক প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টি ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৯/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ০৮/১০/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু বিষয়ক কারিগরি কমিটির সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপিত হলে Feasibility Study ও EIA প্রতিবেদনসহ পুনরায় দাখিলের সিদ্ধান্তু হয়। তদানুযায়ী প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ১৮/১১/২০১২ তারিখে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক শুধুমাত্র বেড়ীবাঁধ নির্মাণের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পের ভৌত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৭।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৪/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৮।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/২০১০)	৩০/০৬/২০১২				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৯।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১১				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** নির্দেশিত এলাকাটি আব্দারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় খাল খনন করে নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের মধ্যকার অনেক দিনের পুরানো স্লুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশরোধকল্পে গেইটগুলি ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
২০।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/২০১০)	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পূনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২১।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা	৩০/০৬/২০১৩				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)					মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইসগেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২২।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি - সমাপ্ত হিসাবে ধার্য** তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মান প্রকল্পটিতে ২০১১-১২ ইং অর্থবছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২টি প্যাকেজে সর্বমোট (২৪.৩২ + ১৩.৬৩) = ৩৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটির "গৌরীপুর-হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মানের জন্য ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে দুইটি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। যথাসময়ে ঠিকাদার কাজ শুরু করে। কিন্তু বাঁধের এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কোনরূপ জমি হুকুম দখল ছিলনা। ঠিকাদার কর্তৃক কিছু পরিমান কাজ করার পর এলাকার জমির মালিক ও স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা প্রদান করে। জনসাধারনের সাথে ঠিকাদারের লোকজনের প্রচন্ড মারামারি হয়। হাইকোর্টে মামলা হয়। মামলার রীট পিটিশন নং- ৭৪১২/২০১২। ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রীট পিটিশন মামলাটির এখনও কোনরূপ নিষ্পত্তি হয় নাই। জমি হুকুম দখল করে পুনরায় কাজটি করা যায় কিনা অথবা কাজটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করার জন্য একটি কারিগরি টিম গত ০২-০৯-২০১৫ তারিখে সাইট পরিদর্শন করেন এবং যথানিয়মে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। প্রকল্প এলাকার গ্রস এরিয়া ১২০০ হেক্টর (প্রায়)। প্রকল্প এলাকাটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গোমতী নদী, পূর্বে গৌরীপুর-হোমনা সড়ক এবং উত্তরে লোয়ার তিতাস নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রস্তাবিত প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় লোয়ার তিতাস নদীর তীরে কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১২০০ হেক্টরের প্রকল্প এলাকা রক্ষার জন্য একদিকে অর্থাৎ শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীর বরাবর বাঁধ দেয়া হলে প্লাবনের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে লোয়ার তিতাস নদীর তীরেও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং কিছু পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর সংস্থান রাখারও প্রয়োজন হবে। উক্ত প্রকল্প এলাকাকে বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে ছোট খাটো পোল্ডার বিবেচনায় অধিকতর সমীক্ষার মাধ্যমে নতুন করে প্রকল্প প্রস্তাবনা করতে হবে। বর্তমান বিদ্যামান প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হলে ইহা প্রকল্পের সুফল বহন করতে সমর্থ হবে না। অতএব, কারিগরি/হাইড্রোলজিক্যাল দিক বিবেচনায় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিলোমিটার বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হলে কোন প্রকার ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারবে না বলে প্রতিয়মান।
২৩।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার	৩০/০৬/২০১৫				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি - সমাপ্ত** কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য ''কুমিল্লা জেলার

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/২০১০)					অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন'' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পাসম এর মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; যা ০৭/০৩/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ৭৯ কিঃমিঃ ৬৩০ মিটার খালের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪১ কিঃমিঃ ৫০০ মিটার খাল খননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৩৮ কিঃমিঃ ১৩০ মিটার খাল খননের কাজ লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এরমধ্যে ৩৩ কিঃমিঃ ৫০০ মিঃমিঃ খনন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবতার নিরীখে অবশিষ্ট ৪ কিঃমিঃ ৬০০ মিটার অংশ খনন করা সম্ভব নয়। প্রকল্পটির ভৌত কাজ সমাপ্ত। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এর প্রকিউরম্যান্ট প্ল্যান অনুযায়ী গত ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ-বছরে ৬টি প্যাকেজে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ২২টি খালের ৪১ কিঃমিঃ ৫০৩ মিটার দৈর্ঘ্যে খাল পুনঃখনন কাজ সমাপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ-বছরে ১৪টি খালের ২১ কিঃমিঃ ৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু কোন খাল এবং খালের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে হুকুম দখলকৃত ভূমি না থাকায় এবং অনেক খালের শেষ প্রান্তে আবাদি জমি থাকায় স্থানীয় মারমুখী জনগণের প্রচন্ড বাঁধার কারণে ২১ কিঃমিঃ ৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১৬ কিঃমিঃ ৪৮৫ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আদালতের সমন জারীর কারণে ৪টি খালের ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ করা সম্ভব হয় নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষয়োক্ত তথ্যে প্রদত্ত প্রকল্পটির অবশিষ্ট ৪ কিঃমিঃ ৬০০ মিটার এর স্থলে বাস্তবে ৪টি খালে ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের অনেকাংশ ভরাট হয়ে ফসলি জমির আকার ধারণ করেছে। ঐ সমস্ত স্থলে বর্তমানে জনগণ ফসল আবাদ করছে। এছাড়াও উক্ত অংশের খালের উজানে ভাল ঢাল রয়েছে, ফলে কোন প্রকার জলাবদ্ধতা হয় না। যেহেতু প্রকল্পটি একটি নিষ্কাশন প্রকল্প সেহেতু অনায়াশে নিষ্কাশন চলছে বিধায় প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত ৫ কিঃমিঃ ৯০ মিটার পুনঃখনন না করা হলে প্রকল্পে নিষ্কাশনে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না।
২৪।	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৬				**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** বর্ণিত প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ শিরোনামে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়-১৯.৬০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- ডিসেম্বর/২০১২ হতে জুন/২০১৬) ২৪/১০/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২৫।	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ২২৬.০৫			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৬.০৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭) প্রকল্পের আওতায় ৭.৫৮৫ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পিসিআর দাখিল করা হয়েছে।
২৬।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ৭৩.৮৩			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৩৮২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জানু/২০১৪ হতে জুন/২০১৭) "ভৈরব নদী পুনর্খনন" প্রকল্পের ডিপিপি ১১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৪-২০১৪ তারিখের স্মারক মোতাবেক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						উক্ত প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার ভৈরব নদী পুনঃখনন কাজ ৭০৬৫.৫১ লক্ষ টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী পরিচালিত ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জকে নিয়োগের প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে গত ১১/০১/২০১৫ তারিখে অনুমোদন করা হয়। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জকে ২২/০১/২০১৫ তারিখে (NOA) প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী ২৯.০০ কিঃমিঃ (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘনমিটার মাটি) নদী খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পিসিআর দাখিল করা হয়েছে।
২৭।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০)	৩০/০৬/২০১৭	এডিপিভুক্ত ২৮৬.১১			**বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%** সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি মূল্য ২৬১৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা প্রকল্পের গ্রস এরিয়া ১০২০০০ হেক্টর এবং উপকৃত এলকা ৭৫০০০ হেক্টর । প্রকল্পের আওতায় ৮৫ কিঃমিঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন সহ শাখা খাল এবং টিআরএম অংশের কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান আছে। ২০১১-২০১২ সালেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। গত ২৩/০৪/২০১৫ তারিখে "কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধাতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)" সংশোধিত ডিপিপি (১ম) অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় ২৮৬১১.৫০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত। নদ পুনঃখনন ৮৫.০০ কিঃমিঃ এবং সংযোগ খাল পুনঃখনন ৮৪.০০ কিঃমিঃ সহ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল ভৌত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পিসিআর দাখিল করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৮।	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/২০১১)	**৩০/০৬/২০১৮**	এডিপিভুক্ত ২৭৪.১৮			• বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই বাছাই এর পর গত ১৬/১০/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় "পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১৬৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। • প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পের সমাপ্তিকাল ৩০/০৬/২০১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। **আলোচ্য প্রকল্পটি চলতি অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৬.৭২% (সংশোধিত ডিপিপির বাস্তব কর্মসূচী অন্তর্ভুক্তির কারণে)** **আর্থিক অগ্রগতি ২৩৫৫৮.১০ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৩১৫০ লক্ষ টাকা**
			সবুজপাতাভুক্ত ক্রমিক ১৬০			• জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিংসহ রাবার ড্যাম নির্মাণের উপর কারিগরি রিপোর্ট চুড়ান্ত করা হয়। • বিভিন্ন পর্যায়ে ডিপিপি যাচাই-বাছাই ও পিইসি সভা সম্পন্ন করে গত ০৬/১০/২০১৭ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • একনেক এ অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
২৯।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০২০ (সংশোধিত অনুমোদিত)	এডিপিভুক্ত ১১২৫.৫৯	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	"বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ১১২৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত ডিপিপি গত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি- ২৬.৬০% আর্থিক অগ্রগতি ২৯৮৬৭.৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৬০০০ লক্ষ টাকা**
৩০।	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পযর্ন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	• কংস নদীটি গাংলাজোর হতে মোহনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোণা জেলা সদর পর্যন্ত ভিন্ন নদী। যা BIWTA কর্তৃক বর্তমানে ড্রেজিং করা হচ্ছে। ২৭ কিমি এর মধ্যে ২৩ কিমি ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। • হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১১৬.১২৫ কিমি নদী ড্রেজিং কাজ অর্ন্তভূক্ত আছে। তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় রক্তি নদী ৬.০০০ কিমি, যদুকাটা নদী ৬.১২৫ কিমি, আপার বৌলাই নদী ১৬.০০০ কিমি, পুরাতন সুরমা নদী ৪০.০০০ কিমি, নলজোড় নদী ১০.০০ কিমি এবং চামতি নদী ২০.০০০ কিমি মোট ৯৮.১২৫ কিমি ড্রেজিং কাজ অর্ন্তভূক্ত আছে। তাছাড়ো মৌলভীবাজার জেলায় জুড়ি নদী ১০.০০ কিমি এবং সোনাই নদী ৮.০০ কিমি মোট ১৮.০০ কিমি নদী ড্রেজিং কাজ অর্ন্তভূক্ত আছে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৬.২২% (প্রকল্পের)** **আর্থিক অগ্রগতি ১৪৯৬৯.৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৭৫০০ লক্ষ টাকা**
৩১।	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় যাদুকাটা নদীর আনোয়ারপুর হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর পর্যন্ত অংশটি ''আপার বৌলাই নদী'' হিসেবে খননের জন্য হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন চলতি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তিনটি ড্রেজারের মাধ্যমে কাজ চলমান রয়েছে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৬.২২% (প্রকল্পের)** **আর্থিক অগ্রগতি ১৪৯৬৯.৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৭৫০০ লক্ষ টাকা**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভুক্ত ৭০৪.০৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ''হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় যাদুকাটা হতে রক্তি নদী আপার বৌলাই নদীর ১৬.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিংয়ের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তৎমধ্যে যাদুকাটা অংশে ৬.১২৫ কিঃমিঃ এবং রক্তি অংশে ৬.০০ কিঃমিঃ আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে সংস্থান রয়েছে। ৬.০০ কিমি রক্তি নদী খনন কাজ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার পরিদপ্তরের মাধ্যমে চলমান আছে। ৬.১২৫ কিমি যদুকাটা নদীর ড্রেজিং কাজের অনুকুলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ঠিকাদার কর্তৃক সাইটে ড্রেজার আনয়ন করা হয়েছে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৬.২২% (প্রকল্পের)** **আর্থিক অগ্রগতি ১৪৯৬৯.৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৭৫০০ লক্ষ টাকা**
৩৩।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/২০১০)	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভুক্ত ৬৩৩.৭২			''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ০৮/০৫/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৩৩.৭২ কোটি টাকা। ৪২৪.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ৩০/০৫/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩১.০০%** **আর্থিক অগ্রগতি ১২৭৪২.০৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৫০০০ লক্ষ টাকা**
৩৪।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	৩০/০৬/২০২০	এডিপিভুক্ত ১৫৫.৮৮			**বিগত ০৬/১০/২০১৫ তারিখে ECNEC সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৫.৮৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল- সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।** প্রকল্পটির আওতায় তিতাস নদী ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান "ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক লিঃ" এর অনুকূলে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১২%** **আর্থিক অগ্রগতি ৯৭৮.৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৭৫০ লক্ষ টাকা**
৩৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০৩৮.০১৮. ০২. ০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	৩০/০৬/২০২০	এডিপিভুক্ত ২৮২.৮৩			"বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন" প্রকল্পটি ০৫/০১/২০১৭ তারিখে একনেক এ অনুমোদিত হয়। ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গত ১৫/১১/২০১৭ তারিখে নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিসিজিপি অনুমোদনের নিমিত্তে প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.৪৯%** **আর্থিক অগ্রগতি ১৪৩.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৬০০০ লক্ষ টাকা**
৩৬।	ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/২০১০)	৩০/০৬/২০২১	এডিপিভুক্ত নয় ৩০৬.৮৭ (অনুমোদনের তারিখঃ ১৬/০৮/২০১৬)			**২৭২.৮১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প গত ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। চলতি মাসে সকল কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হবে। চলতি শুষ্ক মৌসুমে কাজ শুরু হবে।** **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.৭৬%** **আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৪৫০০ লক্ষ টাকা**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৭।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	৩০/০৬/২০১৯	এডিপিভূক্ত নয় ২০৩.৯৩ কোটি টাকা (অনুমোদন ২২-১১-২০১৬)			২০৩.৯৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত **প্রকল্প গত ২২/১১/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ডিপিপিএম পদ্ধতিতে** ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১.০৪%** **আর্থিক অগ্রগতি ৪.২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৫৫৯০.০০ লক্ষ টাকা**
৩৮।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একয়োগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৯	সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৬৫			**২৮০.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প গত ০৩/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২৮/১০/২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ অনুমোদনের জন্য পাসমতে প্রেরণ। নভেম্বর এর মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে।** **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.১০%** **আর্থিক অগ্রগতি ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ৮০০০ লক্ষ টাকা**
৩৯।	''যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পযর্ন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা'' (ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)		সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৪৭			২০০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলী বাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প **গত ০১/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবনা পাসমতে প্রেরণ।** **বাস্তবায়ন অগ্রগতি ০.০০%**

<u>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প)</u>

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০।	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)					সন্দ্বীপ-উড়িরচর নোয়াখালী এলাকায় গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ৪টি ক্রসড্যাম স্থাপনের সমীক্ষা করা হয়েছে। ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িরচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর সন্দ্বীপ, ৪) সন্দ্বীপ-উড়িরচর। **উল্লেখ্য, উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম প্রকল্পটি বাস্তাবায়িত হলে এলাকায় মরফোলজিক্যাল অবস্থার আমুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সন্দীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামটি বাস্তবায়নের পর নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে স্টাডি প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হবে।**
৪১।	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-				বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে "১ম পর্যায়ে উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের পর উহার Sustainability পর্যবেক্ষণ করে ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"। সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পুনরায় উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম এর বিস্তারিত সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত করা হয়েছে। **উল্লেখ্য প্রায় ৭৮৪.৩০ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয় সম্বলিত উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পাউবো থেকে যাচাই বাছাই শেষে গত ১৭/০৪/২০১৭ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আউটসোর্সি জনবল অন্তর্ভুক্তিসহ ডিপিপিটি বাংলায় পুনর্গঠনের নিমিত্তে বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই ডিপিপিটি চুড়ান্ত পুনর্গঠন করতঃ পাসমতে প্রেরণ করা হবে।**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪২।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-				"কক্সবাজার শহর রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটির উপর বিগত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার আলোচনা শেষে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ● বিগত ১২/০১/২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে "কক্সবাজার শহর রক্ষা" প্রকল্পের উপর সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ● প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তথা পূর্ত মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টতায় ভাঙ্গনের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/বিভাগ প্রকল্পের সমন্বিত ডিপিপি প্রণয়ন করে কক্সবাজার উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিল করবে। ● সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে লিড এজেন্সীর সিদ্ধান্ত পেলে বাপাউবো পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
৪৩।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন (পুরাতন)। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	-				মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে IWM এর সমীক্ষার আলোকে BIWTA ব্রহ্মপুত্র নদ খননের একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করেছে। যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বিষয়ে সম্প্রতি একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং বাপাউবো'র মহাপরিচালক মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। BIWTA কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ায় প্রকল্পটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প তালিকা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।
৪৪।	তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-				বিগত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে তিতাস নদী খননের জন্য ১১৯ কোটি টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্পের ডিপিপি ফেরত দেয়া হয়। **সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটি কর্তৃক সাইট পরিদর্শনকালে সাইটে পানি থাকায় ডিজাইন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পানি নেমে গেলে মাঠ পরিদর্শন পূর্বক ডিজাইনে তথ্য অন্তর্ভূক্ত করে ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে কারিগরি রিপোর্ট দাখিল করা হবে।**
৪৫।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-				● প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থের সল্পতার কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় পাউবো কর্তৃক কারিগরি কমিটি গঠন পূর্বক ডিপিপি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ● কারিগরি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ৩২.১৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত "সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গত ১২/১১/২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪৬।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	-				● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ পুনঃখননের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ● প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থের সল্পতার কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় পাউবো কর্তৃক কারিগরি কমিটি গঠন পূর্বক ডিপিপি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ● কারিগরি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে **"বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন" প্রকল্পের ৬৬ কোটি ৫১ লাখ টাকার ডিপিপি গত ০৬/১১/২০১৭ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। যা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**
৪৭।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও	-				● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে "Feasibility Study of Capital

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/২০১০)					Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh" শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রেজিং সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির কাজ চলমান। • চাঁদপুর পওর সার্কেলের আওতাধীন ১৯০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্পে মেঘনা নদীতে ৬১,২৫,০০০ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের জন্য ৯৮ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। **প্রকল্পটি ০১/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।** • কুমিল্লা, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ডাকাতিয়া নদীর মোট দৈর্ঘ্য ১৪১ কিলোমিটার; তন্মধ্যে ৮৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ৩৩ মিলিয়ন ঘনমিটার নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন করার সুপারিশ রয়েছে, যার সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮১.৮০কোটি টাকা। • উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে BIWTA ডাকাতিয়া নদী খনন কাজ শুরু করেছে। BIWTA কর্তৃক সারাদেশের নদ-নদীর্ খননের প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যানে ডাকাতিয়া নদী BIWTA কর্তৃক খননের জন্য নির্ধারিত আছে। বিধায় বাপাউবো কর্তৃক ডাকাতিয়া নদী খননের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে প্রতিয়মান হয়। • লোয়ার মেঘনা নদী খনন ও প্রয়োজনীয় নদী শাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Pre-Construction Activities সম্পাদনের জন্য একটি সতন্ত্র প্রকল্প অফিস স্থাপন বিবেচনা করা যেতে পারে।
৪৮	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)		সবুজ পাতাভুক্ত ক্রমিক ১৪০			• "চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় প্রয়োজনীয় ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত করে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়। • পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ৫০% ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে ০৬/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। • কারিগরি কমিটির রিপোর্টের আলোকে ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে পাসমতে ডিপিপি দাখিল করা সম্ভব হবে।
৪৯।	কুড়িগ্রামের ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/২০১০)	-				• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। • বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন ও Power Construction Corporation China (Power China) সাথে Sustainable River Management এ বিষয়ে সহায়তার লক্ষ্যে গত ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে একখানা MoU স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MoU এর আলোকে China প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ৩টি River System (Ganges-Padma System, Brahmaputra -Jamuna System, Surma-Meghna System) এর একখানা মাস্টার প্ল্যান হাতে নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ধরলা ও তিস্তা নদীর ড্রেজিং ও টেকশই নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						• উপরোল্লিখিত কাজসমূহ দীর্ঘ সময় প্রয়োজন বিধায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর ড্রেজিং বিষয়ে আলাদা আলাদা ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • ধরলা নদীতে ৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • তিস্তা নদীতে ১২ কিঃমিঃ ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি নভেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা যাবে। • দুধকুমার ১২ কিঃমিঃ ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যা নভেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে মাঠ দপ্তর হতে বোর্ডে দাখিল করা হবে।
৫০।	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা)। (বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায়; তারিখঃ ১২/১১/২০১৫)	-				• যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংরাবাড়ী ও শুভগাছা এলাকায় সংরক্ষণ প্রকল্পটি গত ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় ৪৬৫৪৬.৪২ লক্ষ টাকা। যার আওতায় ২৫.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। • **সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ড্রেজিং বাস্তবায়নের জন্য বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের ড্রেজিং সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্তি করতঃ অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত হয়।** • যমুনা নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য "বগুড়া জেলার সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলায় যমুনা নদীর ডানতীরে ক্রসবার, স্পার ও প্রতিরক্ষামূলক কাজের পুনর্বাসনসহ যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষন" কাজের একটি প্রকল্প প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন আছে। • "বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষন কাজ সহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধে ৫.৯০০ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।
৫১।	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৭/০৯/২০১৬					১৬টি নদ-নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১৬ কিমিঃ। প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের জন্য গত ০৯/০২/২০১৭ তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন হয়েছে। গঠিত কারিগরী কমিটি ইতোমধ্যে গত ০৪/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। দ্রুত কমিটির সুপারিশসহ কারিগরী প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করা হবে। **এছাড়া, ১৬টি নদ-নদীর মধ্যে ইতোমধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা নদীর ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত করে কুড়িগ্রাম পওর বিভাগের আওতায় আরো ২ড(দুই) টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।**
৫২।	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ					যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য "বগুড়া জেলার সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলায় যমুনা নদীর ডানতীরে ক্রসবার, স্পার ও প্রতিরক্ষামূলক কাজের পুনর্বাসনসহ যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষন" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্প এর ডিপিপি তৈরীর জন্য কারিগরী কমিটি গঠন হয়েছে।
৫৩।	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ					বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে "বগুড়া জেলায় বাঙ্গালী নদীর ডান ও বামতীরে নদী তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কারিগরি কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। অনুমোদিত কারিগরী প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে ডিপিপি প্রস্তুত করা হবে। নদীতীর সংরক্ষণের নকশা পাওয়া গেছে। নদী পুনঃখনন কাজের নকশা প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ডিজাইন ডাটা প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৪।	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে					বগুড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদী পুনঃখননের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা,

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ					পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানসহ সেচ সুবিধার উন্নয়ন এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে "করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গত ০৯/৩/২০১৭ তারিখে বোর্ডে ডিপিপি দাখিল করা হয়। বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া "গজারিয়া নদী পূনঃখনন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ১২/০৯/২০১৭ তারিখে পাসমতে অনুষ্ঠিত যাচাই সভায় গজারিয়া নদী পূনঃখনন কাজটি "করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প" এর ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পূনর্গঠন কাজ চলমান আছে, শীঘ্রই দাখিল করা হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধে "বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প চলমান আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১১ মে ২০১৪ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৫।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করতে অত্যন্ত আন্তরিক। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার তৎপর রয়েছে। তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং যৌথ নদী কমিশনকে চূড়ান্তকৃত তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।					গত জানুয়ারি ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে উল্লেখ রয়েছে যে, শুকনো মৌসুমে তিস্তা নদীর পানি স্বল্পতার কারণে দু'দেশের জনদুর্ভোগের কথা অনুধাবন করে জরুরিভিত্তিতে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের দিক নির্দেশনার ফলশ্রুতিতে, তিস্তা নদীর অন্তবর্তীকালীন পানিবণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভারতের সাথে আলোচনাপূর্বক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্ত ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠকে যোগদানের জন্য মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া, গত সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর বৈঠকেও বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকালে তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তি দ্রুত স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ জানান। গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানিবণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তার অর্ন্তবর্তীকালীন পানিবণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করছে। গত ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্থ বৈঠকের পর বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য স্মরণ করেন যাতে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর চলমান মেয়াদকালে তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে মর্মে উল্লেখ করেছেন।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৬	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভারতের সংগে গঙ্গা চুক্তির আলোকে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেন এবং যৌথ নদী কমিশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।					ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠকে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর বৈঠকে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতকালে উল্লেখ করেন যে, ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজের ১০০ কি.মি. ভাটিতে বাংলাদেশ গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে যা দু'দেশের উপকারে আসবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় ভূ-খন্ডে এ ব্যারেজের কোনো backwater effect পরিলক্ষিত হবে না। এ সময় তিনি ভারতীয় মন্ত্রীর নিকট গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের project brief ও detailed study report প্রদান করেন। ভারতীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দ্রুততম সময়ে তাদের মতামত প্রদান করবেন মর্মে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ বিষয়ে আশ্বস্থ করেন যে, ভারতের মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে কোনো ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে দু'দেশ কর্তৃক যৌথভাবে তা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি ভারতীয় পক্ষ গঙ্গা ব্যারেজের Mathematical Modeling Report সহ পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Complete Feasibility Report) এবং details of 2-D Morphological Studies সরবরাহ করতে বাংলাদেশকে অনুরোধ জানালে রিপোর্টগুলো গত জুন ২০১৫ মাসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের যাবতীয় সমীক্ষা রিপোর্ট ভারতীয় পক্ষকে সরবরাহ করা হয়েছে। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন গত ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত একটি নোট ভারবালের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত গঙ্গা ব্যারেজের Mathematical Modeling Report সহ পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Complete Feasibility Report) এবং details of 2-D Morphological Studies এর উপর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া এ বিষয়ে একটি যৌথ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত হতে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ বিষয়ে বাংলাদেশের মতামত/বক্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৪-২৮ অক্টোবর, ২০১৬ সময়কালে ভারতের একটি কারিগরিদল বাংলাদেশ সফর করে। এ সফরকালে গত ২৫-২৬ অক্টোবর, ২০১৬ বাংলাদেশ ও ভারতের কারিগরি দল কর্তৃক বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারাজ প্রকল্প এলাকা ও গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ সেতু এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে গত ২৭ অক্টোবর, ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বিষয়ে একটি যৌথ কারিগরি সাব গ্রুপ গঠন করে দু'দেশের গঙ্গা নদীর অভিন্ন এলাকায় (পাংশা হতে মাথাভাঙ্গা নদীর মোহনা পর্যন্ত) বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ সহ নানাবিধ সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ তাদের নিজ-নিজ কারিগরি সাব-গ্রুপ গঠন করেছে। ভারতীয় পক্ষকে গত ৯-১১ ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে ঢাকায় কারিগরিদলের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে আমন্ত্রণ জানানো হলে ভারতীয় পক্ষ সুবিধাজনক সময়ে উক্ত সভায় যোগদান করবে মর্মে বাংলাদেশকে অবহিত করে। গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ভারতের কারিগরি দল কর্তৃক বাংলাদেশ সফর এবং গঙ্গা ব্যারেজ বিষয়ে গঠিত যৌথ কারিগরি সাব-গ্রুপ (Joint Technical Sub-Group) গঠন ও প্রকল্পের উজানে নদী তীরবর্তী সীমান্ত এলাকায় সমীক্ষার বিষয়টিতে স্বাগত জানায়। উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথ কারিগরি সাব-গ্রুপের স্ব-স্ব দেশের সদস্যদের দ্রুত কাজ করে বিষয়টি এগিয়ে নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) মহোদয়কে আহবায়ক করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত ঐতিহাসিক পানি বন্টন চুক্তির আওতায় প্রাপ্য পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির গত ১৪/০৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নদী বিষয়ক চুক্তি সম্পাদন ও বর্তমানে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে ভারতের কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতার বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						গত ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্থ বৈঠকের পর বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় দীর্ঘ মেয়াদে গঙ্গার পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (feasibility study) পরিচালনার জন্য ভারতের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা কামনা করেন। গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সমীক্ষা ও মূল ব্যারেজ সহ আনুষঙ্গিক অঙ্গাদির Detailed Design সম্পন্ন করতঃ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ব্যারেজ নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণের অভিপ্রায়ে ৩১,৪১৪.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত Preliminary Development Project Proposal (PDDP) ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজের ভারতীয় অংশে প্রভাব নিরুপনের জন্য ৮ সদস্যের ভারতীয় কারিগরী দল ২৪-২৮ অক্টোবর/২০১৬ বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। সাইট পরিদর্শন ও ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পদ্মা-গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প সম্পর্কিত উভয় দেশের Technical sub-group ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রতি ভারত সফর কালে (৭-১০ এপ্রিল, ২০১৭) গঙ্গা ব্যারেজের বিষয়ে ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের যৌথ বিবৃতি নিম্নরুপ: "The two Prime Ministers appreciated the positive steps taken in respect of Bangladesh's proposal for jointly developing the Ganges Barrage on the river Padma in Bangladesh. They welcomed the visit of an Indian technical team to Bangladesh, establishment of a 'Joint Technical Sub Group on Ganges Barrage Project' and study of the riverine border in the upstream area of project. Both leaders directed the concerned officials of the 'Joint Technical Sub Group' to meet soon and hoped that the matter would be further taken forward through continued engagement of both sides." বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানিবন্টন চুক্তির আওতায় প্রাপ্য পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রির কার্যালয়ের মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) এর সভাপতিত্বে ০৯/০৭/২০১৭ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ঐতিহাসিক গঙ্গা পানি চুক্তি অনুযায়ী পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
৫৭	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে নদী শাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য নির্দেশনা দেন। নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অক্ষুন্ন রেখে নাব্যতা উন্নয়ন এবং বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণে আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেন'।					প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে নদী শাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ADB এর অর্থায়নে ৮২৮.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত বাস্তবায়নের জন্য "Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত এবং জুন/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি: ৬৩.৪৩%।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া নদীগুলো নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর মত বড় নদীগুলো ড্রেজিং এর মাধ্যমে গভীরতা বৃদ্ধি করে প্রশস্ততা কমিয়ে এনে বিপুল পরিমাণে ভূমি পুনরুদ্ধার করে পরিকল্পিত জনপদ ও শিল্পপার্ক নির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।					২০১৬-১৭অর্থ বছর পর্যন্ত যমুনা, ধলেশ্বরী, গড়াই, ব্রহ্মপুত্র, চন্দনা-বারাশিয়া, বেমালিয়া-লংগন, পুংলী, তুরাগ, কালনী কুশিয়ারা, কপোতাক্ষ, ভৈরব, চিত্রা, আঠারবাকি প্রভৃতি নদীর বিভিন্ন অংশে ড্রেজারের মাধ্যমে ২৭৫ কিঃমিঃ এবং এক্সকাভেটরের মাধ্যমে ৬২১ কিঃ মিঃ নদী পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কালনী, কুশিয়ারা, ছোট ফেনী, বাঁকখালী, আত্রাই, কুমার, মধুমতি, কপোতাক্ষ, ভদ্রা, সালতা, ধলেশ্বরী, গড়াই, বেমালিয়া, তুরাগ, ভৈরব সহ নদ-নদীর বিভিন্ন অংশে আরও ৭০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৬.৫৬ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। ''Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদীর ডান তীরে ড্রেজিংকৃত পলি ব্যবহার করে চারটি ক্রসবার নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১৬ বর্গ কিঃ মিঃ ভূমি পূনরুদ্ধার করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী নদী/খাল পুনঃখননের লক্ষ্যে ''Rehabilitation of Embankments & Re-excavation of River/Khals'' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে।
৫৯	নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে নদ-নদীসমূহ নিয়মিত ড্রেজিং করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার সংগ্রহ করে তিনি সরকারী অর্থে ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।					বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৩৫টি বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে, যার মধ্যে ৫টি (২৬"), ২টি (২০''), ৮টি (১৮'') এবং ১টি (৬'') অর্থাৎ ১৬ টি ড্রেজার বাপাউবোর বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত আছে। এছাড়া পাউবো'র নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২'') এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন ও পূণর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮'' এবং ১টি ১২'') কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী অর্থে ''বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪টি (২৬'') ড্রেজারের সরবরাহের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া ২টি (২০'') ও ১০টি (১০'') ড্রেজার ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তদুপরি ছোট নদ-নদী ও খাল পূনঃখননের লক্ষ্যে এ প্রকল্পে ৫টি এক্সিভিয়াস এ্যাস্কাভেটর সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া১৩টি বিভিন্ন ধরণের এক্সক্যাভেটর, ৫টি ডেকলোডিং বার্জ, ২টি ইন্সপেকশান বোট ও ৩টি ফর্ক লিফটার ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও ড্রেজিং এ্যাটাসমেন্টসহ ৫টি এস্কাভেটর ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।
৬০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নে ধলেশ্বরী-পুংলি-তুরাগ-বংশী নদী ড্রেজিং কালে দেখা যায়, নদীগুলোর ওপর বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ৬টি ব্রিজ রয়েছে যেগুলোর উচ্চতা এবং ভিত্তি এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যার ফলে ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিত্র উপস্থাপনা দেখে ব্রিজ নির্মাণকালে আরো সতর্ক এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে ব্রিজ নির্মাণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা যখন কোন নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা করবে তখন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে যে ৬টি ব্রিজ রয়েছে সেগুলোর মাঝ বরাবর উচ্চতা বৃদ্ধি করে কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট					মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২১-০৫-২০১৬ খ্রিঃ ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রণীত ১১২৫.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত ডিপিপি গত ২৭-০৬-২০১৬ খ্রিঃ ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত ডিপিপিতে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ৩ টি সেতু পূণঃনির্মাণসহ ১৯ টি সেতুর ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টসহ EIA ওSIA সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য অর্থের সংস্থান রয়েছে।১৯ টি সেতুর মধ্যে ৭টি সেতুর ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টের জন্য এলজিইডি-এর সাথে MoUস্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০২০ পর্যন্ত এবং নভেম্বর,২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ২৭.৫০%। ডিপিপি'র কার্যক্রমে ৮৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে।সংস্থানের ভিত্তিতে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে এবংপ্রস্তাবের অনুকূলে ৩ ধারা নোটিশজারি করা হয়েছে। দাখিলকৃত প্রস্তাবনার মধ্যে ৭৮.৯৬ হেক্টর প্রস্তাবনার যৌথ জরীপ সমাপ্ত হয়েছে। প্রস্তাবিত জমির পরিমান ৫০ হেক্টর এর অধিক হওয়ায় ভূমি মন্ত্রণালয় এর চূড়ান্তছাড়পত্র পাওয়া গেছে। সংশোধিত অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া নদী গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেল কাজ সম্পাদনের জন্য RFP জারি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	প্রকল্প ব্যয়/ সবুজ পাতাভুক্ত (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে কারিগরি দিক বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশনা দেন। তিনি বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি ও দূষণ রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সমন্বয় করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।					
৬১	বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিবেচনায় বাস্তবতার নিরিখে অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বরাদ্দের থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দ করার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করা হলে তিনি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে পর্যাপ্ত অর্থ থোক হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।					পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ করে থোক বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। সেই আলোকে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে আগাম বাজেটে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৮৫.৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। থোক বরাদ্দ হতে অনুমোদিত ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫.৩৮ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত কার্যক্রম আরো দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত Need based জনবল অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দেন।					বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ টি ক্যাটাগরীর ১২৬৩৪ জনবল সম্বলিত Need Based Set-up এর মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়াত্ত ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের শর্ত মোতাবেক ১১৬ ক্যাটাগরীর ১০১৮২ টি পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮ টি ক্যাটাগরীর ২৪৫৬ টি পদের বেতন স্কেল বাপাউবোর প্রস্তাব অনুযায়ী নির্ধারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
৬৩	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় (গ্রীন রোড) পানি ভবন নির্মানের প্রকল্প হাতে নেয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উক্ত এলাকায় অবস্থিত জলাধার পুকুর রক্ষা করে সংস্থার সকল দপ্তরের স্থান সংকুলান হয় এরূপভাবে বহুতল ভবন নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন।					গ্রীণ রোড এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় জলাধার ও পুকুর রক্ষাকরতঃ সংস্থার সকল দপ্তরের স্থান সংকুলান করার জন্য ২১০.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত জন্য "পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত এবং নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৫৯.১০%।

স্বাক্ষরিত/-
(১২/১২/২০১৭)
(আফছানা বিলকিস)
সিনিয়র সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়